বাইক আর ধোঁয়ায় ঢেকে রাখা ভয়ের রাজনীতি

১৬ জুলাই সকাল গড়িয়ে দুপুর–ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের মোটরসাইকেলের গর্জনে নয়, গর্জন উঠেছিল অসহায় শিক্ষার্থীদের অন্তরে, যারা জানত, এই শব্দ আসলে নিপীড়নের। কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনের সামনে দিয়ে ছুটে চলা সেই বাইকের সারি ছিল সহিংসতার বার্তাবাহক।

তারা চেয়েছিল গর্জন দেখিয়ে গলা চেপে ধরবে বৈষম্যবিরোধী কণ্ঠস্বর।

তারা ছিল রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ভাড়াটে বাহিনী–ফ্যাসিবাদের দোসর।

কিন্তু তারা জানত না, ইতিহাসের পথে জেগে উঠলে লাঠি নয়, কণ্ঠই আগ্নেয়াস্ত্র হয়ে ওঠে।

ছাত্রজনতা ভয়কে অগ্রাহ্য করে সামনে এগিয়ে গিয়েছিল, যেন কবিতার মতো–অগ্নিবীণার ঝংকারে।

"তালার শহরে পা রাখা প্রথম দ্রোহীরা"
১৬ জুলাই দুপুর দেড়টা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পরিণত এক তালাবন্দী দুর্গে–প্রতিটি গেট,
প্রতিটি হলের মুখে রাষ্ট্রীয় বাহিনী, ভীতু প্রশাসন, ফ্যাসিবাদের অপশক্তি আর এর লালিত সন্ত্রাসীদের নির্দেশিত তালা।
ঠিক সেই মুহূর্তে বিনোদপুর মোড়ের মাথায় জড়ো হয় একদল বিপ্লবী ছাত্র–
যাদের পায়ের আওয়াজে বিদীর্ণ হয় দমবন্ধ ক্যাম্পাসের নিস্তব্ধতা।
তারা কোনো দলীয় শ্লোগানে নয়, ছাত্রলীগমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক নিয়ে গর্জে উঠেছিল সবরকম ভয়কে পরাভূত করে।
এ ছবিটি সেই মুহূর্তের, যখন 'তালা' নামক শৃঙ্খল প্রথমবার বিপ্লবী চেতনাকে জাগিয়ে তুলেছিল।

"তালা ভাঙার মিছিল, শাসকের রাত্রি চুরমার"
আড়াইটার দিকে শুরু হওয়া সেই মিছিল ছিল যেন আগুনের পাথর।
মণ্ডলের মোড় থেকে শুরু করে মেইন গেটের তালা ভেঙে প্রবেশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের গভীর বুকজুড়ে,
একে একে সব হলে গিয়ে শিক্ষার্থীদের 'জিম্মিদশা' থেকে মুক্ত করে।
এটা কেবল একটি মিছিল ছিল না, ছিল এক বিপ্লবের উদ্বোধন;
যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি কণ্ঠস্বর–ঘোষণা করেছিল সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগ মুক্ত ক্যাম্পাস গঠনের অঙ্গীকার।
এই মিছিল, এই স্রোত, এই জনতা–প্রমাণ করেছিল, ভয় পেলে আর বাঁচা যায় না।
ফ্যাসিবাদের দোসর, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী যখন তালা দেয়, তখন ছাত্রজনতা তালা ভাঙে।
আর তালা ভাঙা থেকেই জন্ম নেয় দেশের প্রথম ছাত্রলীগমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়–মতিহারের সবুজ চত্বর।

১৬ জুলাই ২০২৪, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: ফ্যাসিবাদের দোসর ও নিষিদ্ধ ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাসীরা আজ বিপ্লবী ছাত্রজনতার স্রোতে দিশেহারা! মাদার বখ্‌শ হলের সামনে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের দাবানল যখন সৈয়দ আমীর আলী, এসএম হল, লতিফ হল আর জোহা হল পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে, তখন নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠনের এ যুগের লক্ষণ সেনেরা বাইক চেপে প্রাণ বাঁচাতে স্টেশন বাজারের গেট দিয়ে ক্যাম্পাস ছেড়ে পালায়। সেই পালানোই হয়ে ওঠে তাদের জন্য চিরতরের বিদায়-সংগীত।

সারা বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ফ্যাসিবাদের দোসর ছাত্রলীগমুক্ত ক্যাম্পাস উপহার দেয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপ্লবী শিক্ষার্থীরা। এই মাটিতে আর ফ্যাসিবাদের ঠাঁই নেই–এই দিন ছিল নতুন ইতিহাসের শুরু!

১৬ জুলাই, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়–বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে, কিন্তু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বুক চিরে উঠছে বজ্রকণ্ঠ স্লোগান। শহীদ হবিবুর রহমান হল থেকে কেন্দ্রীয় মসজিদের মাঝপথে গর্জে উঠেছে হাজারো কণ্ঠ–একজন বিপ্লবী শিক্ষার্থী মাইকে, বাকিরা খালি গলায়, ফ্যাসিবাদের ভিত কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

এই সেই মুহূর্ত, যখন ফ্যাসিবাদের দোসর ও রাষ্ট্রযন্ত্রের এক নম্বর হাতিয়ার, নিষিদ্ধ ছাত্র সংগঠন নামধারী সন্ত্রাসীদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বিতাড়িত করে দেয় ছাত্রজনতা। এই রক্তাক্ত মাটিতে বারবার যারা ইতিহাসের পিঠে ছুরি মেরেছে, তাদের জন্য এবার গণচেতনাই ছিল সবচেয়ে বড় প্রতিশোধ। রোদে পুড়ে, ঘামে ভিজে, পাথরের মতো জমে থাকা ভয় উপেক্ষা করে সেদিন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় জেগে উঠেছিল। শ্লোগানে শ্লোগানে মুখর ছিল আকাশ–"ছাত্রলীগ মানে সন্ত্রাসের বরপুত্র, ফ্যাসিবাদের দালাল, এ মাটিতে এদের ঠাঁই নাই!"

এই ছবিটি শুধুই একটি দৃশ্য নয়–এটি এক অগ্নিময় অধ্যায়ের প্রমাণ, যেখানে পুঁজিবাদী শোষণ আর স্বৈরতান্ত্রিক ছায়াকে ছিন্নভিন্ন করে দেয় গণআন্দোলনের বহ্নিশিখা।

১৫ জুলাই, যখন ঢাকার রাস্তায় লাঠি-পেটার শব্দে কেঁপে উঠছিল আকাশ, তখন রাজশাহীর আকাশও ঘুমাতে পারেনি। ছাত্রীদের ওপর বর্বর হামলার দৃশ্য বারবার কাঁদিয়েছে ভাইদের চোখ–আর সেই অশ্রু পরিণত হয় প্রতিরোধের অঙ্গীকারে। ১৬ জুলাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কারও হাতে বাঁশের লাঠি, কারও হাতে ঝাঁটা, আবার কেউ স্ট্যাম্প কিংবা পাইপ ধরে মাথায় বেঁধে নেয় পতাকা। রাজপথে নামে সবাই–শুধু প্রতিবাদের ভাষা নিয়ে নয়, হৃদয়ের জ্বালা নিয়েও। সেদিন মেয়েরা আর হলে বসে থাকেনি, সাহসের সামনের কাতারে ছিল তাদেরও দৃপ্ত পদচারণা। কারণ, যেখানেই অন্যায়, সেখানেই জেগে ওঠে প্রতিরোধ।”

১৬ জুলাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে লেখা এক উত্তাল বিকেল। প্রশাসন যখন ক্যাম্পাসের প্রতিটি ফটকে তালা ঝুলিয়ে দেয়, যখন নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগের গুন্ডাবাহিনী হলে হলে তালা লাগিয়ে শিক্ষার্থীদের বন্দি করে, তখন রাজপথে জড়ো হতে থাকে হাজারো ক্ষুব্ধ কণ্ঠ।

তাদের হাতে ছিল না বন্দুক, ছিল না গুলি। কিন্তু ছিল দীর্ঘদিনের দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে একটি অনড় প্রতিজ্ঞা। বিকেল ৩টার দিকে বিনোদপুর বাজার থেকে লাঠি হাতে মিছিল বেরিয়ে আসে–লাঠি, যা সেদিন অস্ত্র নয়, বরং প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে উঠেছিল।

ছবিটিতে ধরা পড়েছে সেই মুহূর্ত–প্যারিস রোডে দাঁড়িয়ে বিপ্লবীরা আকাশের দিকে লাঠি তুলে ঘোষণা করছে, "এই বিশ্ববিদ্যালয় আর ফ্যাসিবাদের দোসরদের হাতে থাকবে না।" শত শত শিক্ষার্থীর মুখে তখন একটাই শব্দ প্রতিরোধ নয়–প্রতিশোধ।

সেদিন ভাইবোনদের রক্তে যারা রঙ খেলেছিল, যারা ন্যায্য দাবির আন্দোলনে রক্তপাত এনেছিল, তাদের বিরুদ্ধে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল এক প্রজন্ম। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী এবং নিষিদ্ধ ছাত্র সংগঠনের হুমকিকে উপেক্ষা করে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে তারা শুধু তালা ভাঙেনি, ভেঙেছে ভয়ের দেয়ালও।

এটি ছিল একটি প্রজন্মের আহ্বান–"যদি লাঠি তুলে নিতে হয়, তবে তা মেধা ও অধিকার রক্ষার জন্যই"।

১৫ জুলাই যখন সারাদেশে পুলিশ প্রশাসন, ছাত্রলীগ, যুবলীগসহ আওয়ামী ফ্যাসিবাদের দোসররা বৈষম্যবিরোধী ছাত্রআন্দোলনের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে হামলা করে ঢাকাসহ সারা দেশে এতে নিরস্ত্র ছাত্রীরাও ছাড় পায়নি । নিপীড়নের শিকার হন। এমন দৃশ্য মিডিয়াতে ভাইরাল হলে দোসরদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে ফুসে উঠে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। যা ঐতিহাসিক দিন হিসেবে জুলাই বিপ্লবকে ধারণ করে।

ফ্যাসিবাদের দোসর, নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে ন্যায়ের দীপ্ত শপথ নিয়ে রাজপথে নেমেছিল রাজশাহীর অগ্নিকন্যারা।

১৫ জুলাই, সারা দেশের বৈষম্যবিরোধী বিপ্লবীদের ওপর ঘটে যাওয়া ন্যাক্কারজনক হামলার রাতে, যে আগুন তাদের হৃদয়ে জ্বলে উঠেছিল, তা নিভতে দেয়নি নিস্তব্ধ রাতও।

নিরস্ত্র ছাত্রীরাও হামলার হাত থেকে রেহাই পায়নি–সেই লজ্জা, সেই ক্ষোভ এক বর্ণিল জাগরণে রূপ নিয়েছিল।

১৬ তারিখ, মিছিলের ছন্দে অগ্নিকন্যারা যখন এগিয়ে চলেছিল, তখন পাশে ফ্যাসিবাদের ব্যানার জ্বলছিল প্রতীকী শুদ্ধিতে।

চোখেমুখে ছিল এক অনাড়ম্বর বলিষ্ঠতা–যে বলিষ্ঠতা আওয়ামী ফ্যাসিবাদ কখনোই শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঘটতে দেয়নি।

এই ছিল ইতিহাসের সেই দিন, যেদিন রাজশাহীর মেয়েরা দেখিয়ে দিয়েছিল–প্রতিরোধের আগুনে ফ্যাসিবাদের মিথ্যা সাম্রাজ্য ভস্মীভূত হবেই!

১৬ জুলাইয়ের গর্বিত দুপুরে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন নির্মাণাধীন হলের সামনের রাস্তায় ইতিহাস রচিত হয়। ফ্যাসিবাদের দোসর, নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগকে খালি হাতে প্রতিহত করে, বাঁশের লাঠি আর গাছের ডাল হাতে বিপ্লবীরা ছিনিয়ে নেয় ক্যাম্পাসের নিয়ন্ত্রণ। মিছিলের অগ্রভাগে ছিল রাজশাহীর অগ্নিকন্যারা – সাহস, সম্মান আর সংগ্রামের প্রতীক। স্বৈরশক্তির সব ষড়যন্ত্র ভেসে যায় বিপ্লবের বজ্রনিনাদে!